তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৩৩

**তৃণমূলে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সময়োপযোগী ভূমিকা রাখার আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম সকলকে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ও সময়োপযোগী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। বর্তমান সরকার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী Ôআমার গ্রাম আমার শহর’ কর্মসূচির আওতায় গ্রামে নগরের নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থান বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে।

আজ ঢাকার আগারগাঁওয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সদর দপ্তর অডিটোরিয়ামে মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পদ্মা সেতু-মেট্রো রেল-সহ পায়রা বন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো মেগা প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের পাশাপাশি পল্লির অবহেলিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে মন্ত্রণালয় গত ১০ বছরে গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো, সুপেয় পানি, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের মতো ব্যাপক কর্মকাণ্ডের ফলে দেশে দারিদ্র্যের হার কমে এসেছে এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ।

#

হাসান/ইসরাত/মোশারফ/সেলিমুজ্জামান/২০১৯/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৩২

রাস্তা পরিষ্কার করতে আনা হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও গাড়ি

 --- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, রাস্তার ধুলাবালি পরিষ্কার করতে আনা হচ্ছে আধুনিক কার্যক্ষম যন্ত্রপাতি ও গাড়ি।

 তিনি বলেন, নগরীতে ধুলাবালির বর্তমান অবস্থায় সরকার উদ্বিগ্ন। বিশ্বের সব দেশেই নির্মাণ কাজ হয়, কিন্তু বাংলাদেশের মতো এমন অবস্থা থাকে না। এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। ধুলাবালি পরিষ্কার করার জন্য আধুনিক গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে সিটি করপোরেশনসমূহকে মন্ত্রণালয় সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

 আজ রাজধানীর সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ধুলাবালিমুক্ত পরিচ্ছন্ন ঢাকা মহানগরী গড়া সংক্রান্ত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী এ সময় পরিবেশ দূষণ রোধে বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ ও করণীয় নির্ধারণে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নযন)-কে প্রধান করে একটি কমিটি করার নির্দেশ দেন। এই কমিটি ঢাকা মহানগরীকে পরিষ্কার রাখার জন্য সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও লজিস্টিক সাপোর্ট সরবরাহ করবে।

 সভায় অন্যান্যের মধ্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, ঢাকা ওয়াসার এমডি তাকসিম এ খান, ঢাকা দক্ষিণ ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৩১

**রংপুর  বিভাগের ৮টি জেলায় অতিরিক্ত কম্বল ও শুকনো খাবার  বরাদ্দ**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

 রংপুর বিভাগের ৮টি জেলা  পঞ্চগড়, নীলফামারি, ঠাকুরগাও, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর  এবং গাইবান্ধা  প্রতিটিতে অতিরিক্ত ৫ হাজার করে মোট ৪০ হাজার কম্বল এবং ১ হাজার করে মোট ৮ হাজার  শুকনো  খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ  দিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী  ডা. মোঃ  এনামুর রহমান।

 তীব্র শীতে উত্তরবঙ্গের মানুষদের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে আজ এ অতিরিক্ত  বরাদ্দ  দেওয়া হয়েছে ।

#

সেলিম/ইসরাত/মোশারফ/সেলিমুজ্জামান/২০১৯/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৩০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের হিসেবে গড়ে তুলতে হবে

 --- পরিকল্পনা মন্ত্রী

চট্টগ্রাম, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

 চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের রজতজয়ন্তী আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শিরীন আখতার বেলুন উড়িয়ে দু’দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

 এ উপলক্ষে সকালে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের একটি র‌্যালি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে

 পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গবেষণার ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে। তিনি বলেন, এক সময় আমরা নিজভূমে পরবাসী ছিলাম। আমাদের প্রতিটি কাজে বাধা ছিলো। এখন সে অবস্থা নেই। তাই এখন উৎকর্ষের সময়, বিকাশের সময়। মন্ত্রী দেশের কল্যাণে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

 আলোচনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শিরীন আখতার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, মোঃ নজরুল ইসলাম শিমুল ও মোঃ আবুল কালাম আজাদ, চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুফি মিজানুর রহমান ও মাহবুবুল আলম প্রমুখ।

#

শাহেদ/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২৯

**যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সাথে কসোভো রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন,  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বে গত এক দশকে বাংলাদেশ বিভিন্ন আর্থ সামাজিক সূচকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের ৫৩টি ফেডারেশন ও সংস্হা বিভিন্ন ক্রীড়ার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণে কাজ করছে। বিভিন্ন দেশের সাথে আমাদের যুব বিনিময় কার্যক্রম চালু রয়েছে। শিক্ষা,  প্রশিক্ষণ, বিনিময় কার্যক্রম-সহ শিল্প,  বাণিজ্য অবকাঠামো ও ক্রীড়ার উন্নয়নে আমরা বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র কসোভোর সাথে কাজ করতে আগ্রহী।

আজ কসোভো প্রজাতন্ত্রের ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূত Guner Ureya বাংলাদেশ যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেলের সাথে সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত প্রতিমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশাংসা করেন এবং নেপালে অনুষ্ঠিত  সদ্যসমাপ্ত এস এ গেমসে বাংলাদেশ দলের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান।  তিনি বলেন,  বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ এখন এক পরিচিত নাম। ক্রিকেট-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে। বাংলাদেশের ন্যায় কসোভাতেও ফুটবলের বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। বিশ্ব অলিম্পিক গেমসে জুডোতে কসোভো সাফল্য অর্জন করছে। আমরা স্পোর্টস নিয়ে বাংলাদেশের সাথে কাজ করতে চাই।  এর মধ্যে দিয়ে উভয় দেশই উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের অমিত সম্ভাবনা রয়েছে।  প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ এ দেশটির অমূল্য সম্পদ বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার।  দেশটির পর্যটন শিল্পে ভালো করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ সময়ে রাষ্ট্রদূত প্রতিমন্ত্রীকে কসোভা সফরের আমন্ত্রণ জানান।

মোঃ জাহিদ আশা প্রকাশ  করেন,  দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেট, ফুটবল  জুডো-সহ বিভিন্ন খেলার কোচদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বিনিময় হলে উভয় দেশের ক্রীড়াঙ্গন সমৃদ্ধ হবে। তিনি রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্মৃতি বিজড়িত জাতীয় স্মৃতিসৌধের  একটি রেপ্লিকা শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে উপহার দেন।

সাক্ষাৎকালে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/ইসরাত/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২৮

**বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব আগামী প্রজন্মের কাছে সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়া**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি বলেছেন, বাঙালি সংস্কৃতি হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ। আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও চেতনা। বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব এ  সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়া।

প্রতিমন্ত্রী আজ দুপুরে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ললিতকলা, চারুকলা ও সংস্কৃতির বিশেষ ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে শিল্পীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রতিভাবান শিল্পীদের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং প্রতিভাবান শিল্পীদের অনুসন্ধান করে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ দায়িত্বের অংশ হিসাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের মেধা বিকাশ ও পরিপূর্ণ শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লক্ষ্যে শিল্পকলা একাডেমি বছরব্যাপী যে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ কর্মসূচির মাধ্যমে এসব প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের মধ্য থেকে খ্যাতিমান শিল্পীরা বেরিয়ে আসবে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন সংগীত পরিচালক চন্দন দত্ত।

অনুষ্ঠানে সাবিনা ইয়াসমিন উপস্থিত প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের উদ্দেশে 'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো' এবং 'রেললাইনের ধারে মেঠো পদ্মার পাড়ে দাঁড়িয়ে' গান দুইটি গেয়ে শোনান।

#

ফয়সল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/১৮৫০ ঘণ্টা

Handout Number : 4827

**Ambassador of Turkey meets Foreign Minister**

Dhaka, 19 December :

 Ambassador of Turkey to Bangladesh Devrim Öztürk made farewell call on Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen, M.P. at the latter’s office this afternoon.

 During the meeting, Foreign Minister expressed happiness at the existing friendly relations and bilateral engagements between the two countries and stressed on further strengthening the existing relations by expanding areas of cooperation for the mutual benefits of the two countries. Both sides agreed to enhance cooperation in all possible sectors of mutual interest including political issues, bilateral trade, investment, disaster management, education, culture etc. He welcomed Turkish cooperation especially in the area of trade and investment, ICT sector, defense, energy and gas exploration etc. Foreign Minister welcomed more scholarships from Turkey for Bangladeshi students those who wish to pursue their higher studies in Turkey.

 Foreign Minister thanked the Ambassador for his continuous support to the Rohingyas in the wake of the problem including their early repatriation to Myanmar as well as providing health support to the Rohingyas through establishment of Turkish field hospital in Cox’s Bazar. He briefed the Turkish Ambassador about the recent development of the Rohingya issue and sought the support of the Turkish government in this regard. Apart from Rohingya, he also appreciated the Turkish government for giving permission to establish the busts of the Father of the nation Bangbandhu Sheikh Mujibur Rahman in Ankara as a reciprocal arrangement of establishing a bust of Kemal Ataturk on Kemal Ataturk Avenue in Banani, Dhaka.

#

Thohidul/Mahmud/Mosharaf/Joynul/2019/1915hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২৬

২২টি ঝুঁকিপূর্ণ খাতকে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করতে কাজ করছে সরকার

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

 চলতি অর্থবছরের মধ্যে ২২টি ঝুঁকিপূর্ণ খাতকে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করতে কাজ করছে সরকার। এর মধ্যে পাঁচটি খাতকে খুব শীঘ্রই শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হবে।

 আজ রাজধানীর বিজয় নগরে নবনির্মিত শ্রম ভবনের সম্মেলন কক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ এর ৮ম সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

 সভাপতির বক্তৃতায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২১ সালের মধ্যে ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ খাত এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল খাতকে শিশুশ্রমমুক্ত করতে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ২০২৫ সালের মধ্যে সকলের সহযোগিতায় দেশকে শিশুশ্রমমুক্ত করে সরকার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আগামী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে যা যা করা দরকার সবকিছু করবে সরকার। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে নেওয়া প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। ২০২০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত এক লাখ শিশুকে প্রত্যাহার করা হবে বলে প্রতিমন্ত্রী জানান।

 সভায় জানানো হয়, ঝুঁকিপূর্ণ খাত হিসেবে জাহাজ ভাঙা শিল্প, ট্যানারি ও চামড়াজাত শিল্প, সিল্ক, কাচ এবং সিরামিক শিল্পকে শিশুশ্রমমুক্ত করতে আন্তরিকভাবে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজমের সঞ্চালনায় সভায় অতিরিক্ত সচিব মোল্লা জালাল উদ্দিন, ড. রেজাউল হক, সাকিউন নাহার, বিভিন্ন অধিদপ্তর ও সংস্থা প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংস্থা, ফেডারেশন ও এনজিও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২৫

**টোল সিস্টেমকে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় করতে হবে**

 **---অর্থমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

 অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, টোল সিস্টেমকে সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় করতে হবে। টোল আদায়ের নামে গাড়ি আটকে সময় নষ্ট ও যানজট তৈরি করা যাবে না। প্রতিটি গাড়ির জন্য প্রিপেইড মিটারের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে নির্দিষ্ট সীমা পার হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল পরিশোধ হয়ে যাবে। এতে টোল প্লাজায় কোনো যানজট হবে না। সড়ক সংস্কারে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে টাকা না নিয়ে টোলের টাকা দিয়েই সড়ক সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিতে সড়কের অবস্থা ভালো করা অত্যন্ত জরুরি।

 আজ রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে ‘মহাসড়কের লাইফ টাইম : চ্যালেঞ্জ ও করণীয়’ বিষয়ের ওপর আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে অর্থায়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে। চলমান প্রকল্পগুলো টেকসইভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। একই কোম্পানিকে একাধিক কাজ না দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানিকে কাজ দিলে কাজের মান ভালো হবে। এজন্য এক কোম্পানিকে বার বার কাজ দেওয়া যাবে না। কোনো কোম্পানি কাজ নিয়ে গাফিলতি করলে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য একাব্বর হোসেন। আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সাবেক এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ, চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন প্রমুখ।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/*মোশারফ/আব্বাস/২০১৯/১৮৭১ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২৪

টিআরএনবি-এর সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

পরিবর্তিত বিশ্বে উন্নয়নের মূল ভিত্তি হবে ডিজিটাল সংযুক্তি

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত বিশ্বে উন্নয়নের মূল ভিত্তি হবে ডিজিটাল সংযুক্তি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তনের এই অনিবার্য ধারাবাহিকতায় টেলিকম সাংবাদিকতার কৌশলও পাল্টাতে হবে।

 টেলিকম রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশের (টিআরএনবি) সভাপতি সাংবাদিক মুজিব মাসুদ এবং সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল আনোয়ার শিপুর নেতৃত্বে সংগঠনের ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মন্ত্রীর সাথে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, টেলিকম খাত বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য খাত। দেশের উন্নয়নে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অন্যতম মূল ভিত্তি। চার লেন বা ছয় লেন মহাসড়কের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সড়ক নির্মাণ করতে পারছি কী না। এর সাথে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ফাইভজি প্রযুক্তি। তিনি বলেন, ফাইভজি এমন একটি প্রযুক্তি যা বস্তুত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ঘটাবে। এক্ষেত্রে প্রস্তুতির ঘাটতি আমাদের এগিয়ে যাওয়াকে ব্যাহত করতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্কতার সাথে এগুতে হবে। এ বিষয়ে টেলিকম সাংবাদিকদের এগিয়ে আসতে হবে।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২৩

শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় হুমায়ূন

বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, এদেশের বিপুল যুবশক্তি, প্রশিক্ষিত জনবল, অভ্যন্তরীণ বিশাল বাজার এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। শিল্পখাতে বিদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব কাজে লাগাতে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন।

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী আজ এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর বিসিআইসি মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। এতে অন্যদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব লুৎফুন নাহার বেগম এবং বিসিআইসি’র চেয়ারম্যান মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম বক্তব্য রাখেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সততা, কর্মনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও সাহসী নেতৃত্ব এর পেছনে জাদু হিসেবে কাজ করছে। এর অনুকরণে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেও সর্বোচ্চ সততা, কর্তব্য নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের সাথে কাজ করতে হবে। শিল্প সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রেখে তিনি বিজয়ের স্বপ্ন পূরণের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাগুলোতে কর্মরত সবাইকে উৎসর্গ করতে হবে। তিনি বন্ধ কারখানাগুলো চালুর মাধ্যমে শিল্পখাতের উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে পরামর্শ দেন। দলাদলি করে প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের অপচেষ্টা করলে আগামী প্রজন্ম দায়ীদের কোনোভাবেই ক্ষমা করবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

 সভাপতির বক্তব্যে শিল্পসচিব বলেন, বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি কথায় নয়, কাজে শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। এ লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ ও সেবাদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিচ্যুতির কারণে রাষ্ট্রের ক্ষতি হলে, তার বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় কঠোর ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

#

জলিল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২২

বিজিবি সদস্যদেরকে বার্ষিক অপারেশনাল ও প্রশাসনিক পুরস্কার প্রদান

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

 বিজিবি দিবস-২০১৯ উদ্যাপনের দ্বিতীয় দিনে আজ পিলখানাস্থ বীর উত্তম ফজলুর রহমান খন্দকার মিলনায়তন হলে বিজিবি মহাপরিচালকের দরবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। দরবার শেষে ২০১৯ সালে বিজিবি’র অপারেশনাল ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারীদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

 চোরাচালান দমনের ক্ষেত্রে ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে অধিক চোরাচালানপ্রবণ এলাকায় জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (১৯ বিজিবি) প্রথম স্থান, মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) দ্বিতীয় স্থান এবং কম চোরাচালানপ্রবণ এলাকায় কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়ন (২২ বিজিবি) প্রথম স্থান, রংপুর ব্যাটালিয়ন (৫১ বিজিবি) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এছাড়া ২০১৯ সালে বিজিবি’র কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদানের জন্য ৪৪ জনকে মহাপরিচালকের অপারেশনাল প্রশংসাপত্র (ইনসিগনিয়াসহ) এবং ৮৯ জনকে মহাপরিচালকের প্রশাসনিক প্রশংসাপত্র (ইনসিগনিয়াসহ) প্রদান করা হয়।

 এছাড়া ৪ জনকে সুবেদার মেজর হতে অনারারি সহকারী পরিচালক এবং ২ জনকে অনারারি সহকারী পরিচালক হতে অনারারি উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

 ‘বিজিবি দিবস-২০১৯’ উদ্যাপন উপলক্ষে আজ সন্ধ্যায় পিলখানায় আাতশবাজি প্রদর্শনী ও বিজিবি’র নিজস্ব শিল্পীদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

 আগামীকাল ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দেশের বরেণ্য শিল্পীদের পরিবেশনায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এ অনুষ্ঠানটি ‘এটিএন বাংলা’ টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

#

শরিফুল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২১

সচিবালয় এলাকায় হর্ন বাজানোয় পনের জনকে জরিমানা

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

 সচিবালয়ের চারপাশ এলাকা নীরব জোন বা No Horn Zone হিসেবে কার্যকর করার অংশ হিসেবে আজ পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী তামজীদ আহমেদ, সঙ্গে ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সাইফুল আস্রাফ।

 ভ্রাম্যমাণ আদালত আজ সাতটি জিপ ও কার এর ড্রাইভারকে জরিমানা করেন। গাড়ির পাশাপাশি আটটি মোটরসাইকেলের ড্রাইভারকেও জরিমানা করা হয়। সচেতনতামূলক কার্যক্রম এর আওতায় প্রথম দিন মোট পনের জনকে সতর্কতামূলক সাড়ে চার হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আগামী রবিবার থেকে নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

 উল্লেখ্য, সরকার গত ১৭ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়ের চারপাশ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট, পল্টন মোড়, সচিবালয় লিংক রোড হয়ে জিরো পয়েন্ট এলাকাকে নীরব জোন বা No Horn Zone এলাকা হিসেবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ধারা ৮(২) এ প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে নীরব এলাকায় চলাচলকালে যানবাহনে কোনো প্রকার হর্ন বাজানোর অপরাধে দোষী সাব্যাস্ত হলে অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

#

দীপংকর/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮২০

**‘রাজাকারের তালিকা করতে ৬০ কোটি টাকা খরচ’ সংবাদ :**

**মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রতিবাদ**

ঢাকা, ৪ পৌষ (১৯ ডিসেম্বর) :

 আজ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ‘রাজাকারের তালিকা করতে ৬০ কোটি টাকা খরচ’ শিরোনামে প্রকাশিত একটি সংবাদ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

 এ বিষয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজাকারের তালিকা প্রণয়নে কোন অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি বা বরাদ্দ চাওয়া হয়নি। কাজেই একটি পয়সাও খরচের প্রশ্নই আসে না। এটি একটি অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য।

 এ ধরনের অসত্য সংবাদ প্রকাশ বা প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেছেন মুক্তিযদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী। এ সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারকারী কর্তৃপক্ষ সংবাদটি প্রত্যাহার করে আগামী ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থণা না করলে তার বা তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

#

মারুফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/*আসমা/২০১৯/১৫৪৫ ঘণ্টা*

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮১৯

**আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ৪** পৌষ **(১৯** ডিসেম্বর**) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “আজ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলন ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মীকে আমি অফুরান শুভেচ্ছা জানাই।

 আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হককে। শ্রদ্ধা জানাই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানের প্রতি। মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ ও নির্যাতিত মা-বোনদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। ১৫ আগস্টে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শহিদদের স্মরণ করি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যে সকল নেতাকর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম ও শত প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে শক্তিশালী করে গণমানুষের সুবৃহৎ সংগঠনে পরিণত করেছেন, তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই।

 বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন সংগঠন। জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, বাঙালি জাতি হিসেবে বিশ্বে মর্যাদা অর্জন, আত্মপরিচয়ের সুযোগ প্রাপ্তি, মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, উন্নয়নের রোল মডেলের স্বীকৃতি-সবই আওয়ামী লীগের অবদান। ১৯৪৯ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে জনমানুষের আর্থসামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে। ১৯৫২’র ভাষা আন্দোলন, ‘৬৬ এর ৬ দফা ও ‘৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরে জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বু্দ্ধ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তিনি জেল, জুলুম অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম চালিয়ে যান এবং সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ১৯৭০’র নির্বাচনে বাঙালি জাতি আওয়ামী লীগের পক্ষে নিরঙ্কুশ রায় দেয়। ১৯৭১’র ৭ মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। শুরু হয় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর শুরু করে ইতিহাসের নির্মমতম গণহত্যা। বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরপরই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে প্রেরণ করে। ১৯৭১ এর ১০ এপ্রিল জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত সফল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্নের ফসল-স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পশ্চিম পাকিস্তানের নিভৃত কারাগারে বঙ্গবন্ধু অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হন। জাতির পিতা ১৯৭২’র ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বাঙালির বিজয় বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

চলমান পাতা-২

-২-

 সদ্য স্বাধীন, ‍যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে জাতির পিতা যখন স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তখনই ঘাতকরা ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট কালরাতে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। এর ধারাবাহিকতায় ৩ নভেম্বর কারাগারে হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং নির্যাতিত-নিপীড়নের মাধ্যমে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয় জনগণের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে। কিন্তু আওয়ামী লীগকে কোন অপশক্তি ধ্বংস করতে পারেনি। আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মী, সমর্থকেরা জীবন দিয়ে সকল প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে দলকে টিকিয়ে রেখেছে, শক্তিশালী করেছে।

 ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর অতীতের সব জঞ্জাল পরিস্কার করে অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন খাতে অর্জিত ব্যাপক উন্নয়ন সারাবিশ্বের প্রশংসা অর্জন করে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যায়, মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। উন্নয়নের সুফল প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও উপভোগ করছে। আমরা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছি। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করেছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার সম্পন্ন করা হয়েছে। ‍যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। ইতিহাস বিকৃতি বন্ধ করে জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের সত্য ও সঠিক ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা জানতে পারছে।

 জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বানচাল ও যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা করতে বিএনপি-জামাত জোট আগুন সন্ত্রাসের মাধ্যমে হত্যা করে শত শত নিরীহ মানুষকে, নির্বাচনের দিন ৫৮২টি স্কুল পুড়িয়ে দেয়, প্রিসাইডিং অফিসারসহ ভোটারদের হত্যা করে। বিএনপি-জামাতের এই অপরাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে ২০১৪ এর ৫ জানুয়ারির দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ পুনরায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করে উন্নয়নের গতিকে সচল রেখেছে। বিএনপি-জামাত অপশক্তির অনৈতিক অবরোধ কর্মসূচির বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং আওয়ামী লীগের প্রতি আস্থা রাখায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

 আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে ১১ বছরে দেশের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। দেশ এখন অদম্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের ‘রোল মডেল’। আমরা বিশ্বে এখন উন্নয়ন বিস্ময়। এ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.১৩ শতাংশ। দারিদ্র্যের হার এখন ২১ শতাংশ ও মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৯০৯ মার্কিন ডলার। দুই কোটির বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ৫ কোটির বেশি মানুষ মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। সাক্ষরতার হার ৭৩.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হয়েছে। ৯৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায়। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে মানুষ বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ পাচ্ছেন। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭২ বছর ৯ মাস। যোগাযোগ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। ৫৭তম দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করে মহাকাশ বিজয় করেছে বাংলাদেশ। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে দমন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছি। ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

 একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ পুনরায় আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করেছে। জনগণকে দেওয়া প্রতিটি ওয়াদা আমরা বাস্তবায়ন করব। সংবিধান ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে এতসব অর্জন সম্ভব হয়েছে। আমাদের সরকার সন্ত্রাস-জঙ্গি, মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে কাজ করছে। দুর্নীতি, মাদক ও সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা সুখীসমৃদ্ধ ও শান্তিপ্রিয় দেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতি, আমরা এগিয়ে যাবই। কোন অপশক্তি দেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে পারবে না।

 আওয়ামী লীগের রাজনীতি হল জনগণের কল্যাণ করা। আওয়ামী লীগ সবসময় জনগণের পাশে থাকবে। আমরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করব। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০-২০২১ সালে মুজিববর্ষ এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করব। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব। ২১তম জাতীয় সম্মেলনে এই আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/*আসমা/২০১৯/১১০০ ঘণ্টা*

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না